[redacted]

[redacted]

ভিত্তিহীন। আমার টাকা ফেরত না দেওয়ার পায়তারায় লিপ্ত হয়েছে দুর্বৃত্ত জাহিদুল। আমি সাংবাদিক মহলের মাধ্যমে বলতে চাই, আমার পাওনাকৃত ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা ফেরত চাই। কারণ আমি তাহার উপকারের জন্য টাকা ধার দিয়েছি যা তাদের পরিবারের মানুষ জানতো। তা সত্ত্বেও তারা মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ তুলে আমাকে ও আমার পরিবারের সদস্যসহ আত্মীয়- স্বজনদেরকে সমাজের মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করছে। বিষয়টির সঠিক সমাধান হয় সেজন্য আমি সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালন

“বিজয়ের দ্যুতিতে জাগে প্রাণ, বৈষম্য রুধিতে করি জীবন দান” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

১৬ ই ডিসেম্বর (সোমবার) সূর্যদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনীর মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। এরপরে সকাল ৮টায় নাটুদাহ আটকবর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তাবক অর্পণ, উপজেলা চত্বরে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে বিজয় মেলার উদ্বোধন, উপজেলা অডিটোরিয়াম হলে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পড়িবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও বিজয় দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও শিশু কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগীতাসহ দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ মহল। এসময় তিনি বলেন, আজ ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। আমাদের চিরগৌরবের দিন।আজ পৃথিবীর মানচিত্রে লাল-সবুজের পতাকার স্থান পাওয়ার দিন। বাংলাদেশ নামে নতুন একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের আত্মপ্রকাশ ঘটে এদিন।

১৯৭১ সালের দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে এই দিনে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল বীর বাঙালি। আজকের দিনটি একদিকে যেমন এ দেশের মানুষের কাছে চিরগৌরব ও আনন্দের, ঠিক তেমনি একই সঙ্গে স্বজন হারানোর বেদনায় নীল।

এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান,উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার,উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা হেলেনা আক্তার নিপা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা লিলিমা আক্তার হ্যাপি, সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ন কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর,দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস উদ্দিন, খাজা আবুল হাসনাত, বিলাল উদ্দিন, রেজাউল করিম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহানসহ উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথি, সুধিবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী, মুক্তিযুদ্ধা পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমগ্র অনুষ্ঠান টি সঞ্চালনা করেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ। বিজয় মেলায় কৃষি, কুটির শিল্প ও উদ্যোক্তাদের তৈরি বিভিন্ন পন্যের প্রদর্শনসহ মোট ১৮টি স্টল স্থান পেয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ৩৮০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এর মধ্যে জীবিত ১৮২ জন মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে সম্মানী পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি মামুনুর রশীদ, বাইবেল থেকে পাঠ করেন রেভারেন্ড ডমিনিক মন্ডল।

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যদায় মহান বিজয় দিবস পালিত

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যদায় নানা আয়োজনে মহান বিজয় দিবস পালিত

ক্লাব মাঠে সাংস্কৃতিক সন্ধার আয়োজন করা হয়।এসব সংগঠনের মধ্যে ছিলো দর্শনা পৌরসভা, দর্শনা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটার, দর্শনা প্রেসক্লাব, দর্শনা সরকারী কলেজ, দর্শনা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ ট্রাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হিন্দোল সংগীত পরিষদ, দর্শনা গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার, শান্তি নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দর্শনা ডি এস ফাযিল ডিগ্রী মাদ্রাসা, দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর মাধ্যামিক বিদ্যালয়, দর্শনা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাথাভাঙ্গা যুব সংঘ, পশ্চিম রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিন চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌচাক সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ ও নাটুদহ হাই স্কুলের শিক্ষক আনোয়ার হোসেন।

দর্শনায় সাদা ৫ জাতের পেয়ারায় স্বপ্ন দেখছেন ওমর ফারুক

চাকরির পিছনে না ছুটে কৃষি কাজকে ভালোবেসে লেখাপড়ার পাশাপাশি বারোমাসি সাদা ৫ জাতের পেয়ারায় স্বপ্ন দেখছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা নাস্তিপুর গ্রামের তরুণ উদ্যেক্তা ওমর ফারুক। শখের বসে ১০ কাটা জমিতে দুইশত পেয়ারার চারা রোপণ করে সফলতা পাওয়ার পাশাপাশি নিজেকে সাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলেছেন তরুণ এই উদ্যোক্তা।

ওমর ফারুক বলেন পেয়ারার অন্যান্য অনেক জাত থাকলেও সাদা ৫ জাতের পেয়ারায় ফলন বেশি পাওয়া যায় এবং স্বাদও বেশি। বারোমাস গাছে পেয়ারা থাকায় এর চাহিদা বেশি, পাশাপাশি বাজার মূল্য ভালো পাওয়া যায়। আমার পেয়ারা বাগানের বয়স এখন দুই বছর। শুরুতে বাগান তৈরিতে চারা কেনা, জমি প্রস্তুত করা, সার, ঔষধ ইত্যাদি কিনতে আমার প্রায় ১ লক্ষ টাকা মতো খরচ হয়েছিল। বাগান শুরুর ৭ মাস পর থেকে আমি পেয়ারা বিক্রি করি। সাদা ৫ জাতের পেয়ারায় রোগ বালাই কম দেখা যায়। রোগ বালাই বলতে ছত্রাক দেখা যায় এবং গাছের ডাল পঁচা রোগ

দেখা যায় এক্ষেত্রে ওষুধ দিলেই এর সমাধান করা যায়। পেয়ারার একটু পরিচর্যা করলেই অধিক ফলন ও মুনাফা পাওয়া যায়।

উদ্যেক্তা ওমর ফারুক আরও বলেন আমার বাবা কৃষি কাজ করে, আমি কৃষক পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই কৃষি কাজ ভালো লাগে। আমি পড়াশোনা করেছি কৃষি বিষয় নিয়ে, এতে করে আমার অনেক সুবিধা হচ্ছে চাষ করতে। চাকরির প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই আমি কৃষি কাজ নিয়েই থাকবো। আমি মেহেরপুর প্রতিদিন কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই আমার গল্প তুলে ধরার জন্য। কারন আমার এই বাগান দেখে অনেক তরুণ কৃষি কাজে আগ্রহ দেখাবে।

দর্শনায় ৪ জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে জি আর সি আর মামলার ৪ ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করেছে।

জানাযায় আজ শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় বিভিন্ন গ্রামে।

এ সময় দর্শনা থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামে। সে সময় পুলিশ মৃত্য খোয়াজ আলী ওরফে ফুয়াদ আলীর ছেলে জি আর মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামী ডাবলু (৩৭) পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর গ্রামের ইসলামের ছেলে সি আর মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামী সপুর আলী (৪৫) দর্শনা থানার দোস্ত গ্রামের মাসুদ মিয়ার ছেলে জি আর মামলার নিয়মিত মামলার আসামী নয়ন (৩২) ও দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে নিয়মিত মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামী মনির হোসেনকে (৪৫) নিজ নিজ বাড়ি থেকে তাদের ৪ ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেছে।

দর্শনায় শহীদ আবু সাঈদ ও মীর মুগ্ধ স্মৃতি ফুটবল টুনার্মেন্ট ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

দর্শনা রামনগর মাথাভাঙ্গা যুব সংঘের উদ্যোগে শহীদ আবু সাঈদ ও মীর মুগ্ধ স্মৃতি ফটবল টুনার্মেন্ট ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার পাবনা আযূব খান স্মৃতি সংঘকে ১-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে দর্শনা বয়েজ ক্লাব। দ্বিতীয় পর্বের খেলায় পাবনা আয়ুব স্মৃতি সংঘকে দর্শনা বয়েজ ক্লাব ফুটবল একাদশের ১১ নং খেলোয়ার সিফাত হোসেন আলী ৪৭ মিনিটের সময় ১ম গোলটি করেন। খেলার শেষ পর্যন্ত পাবনা আয়ুব খান স্মৃতি ফুটবল একাদশ গোলটি পরিশোধ করতে পারেনি। ফলে খেলায় চ্যাম্পিয়ান ট্রফি সিফাতের হাতে তুলে দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি মাহমুদ হাসান খান বাবু। এছাড়া সেরা খেলোয়ার, সেরা গোলদাতা ও ম্যানঅবদ্যা খেলোয়ারদের পুরুস্কার তুলে দেন।

মাহমুদ হাসান খান বাবু এসময় ববক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বলেন,খেলা ধুলা খেললে মানুষের মনকে বিকাশিত ঘটায়। খেলাধুলা খেললে মাদক থেকে দৃরে থাকা যায় এবং যুব সমাজ ধংসের দার প্রান্ত থেকে রক্ষা পায়। তাই আপনাদের সন্তনদের লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলা ধুলায় মনোনিবেশ করেন। এতে যুব সমাজ মাদকের হাত থেকে রেহায় পাবে।

তিনি আরও বলেন, দর্শনায় শুধু বিএনপি কমিটি নিয়ে ঝামেলা হয়। এখন দেখছি এত সুন্দর শান্ত পরিবেশে উৎসব মুখোর পরিবেশে ফুটবল খেলো দেখে আমি অভিভুত হয়েছি। আমি বা আমার দলের সরকার যদি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পায় তাহলে মেমনগর ফুটবল মাঠকে মিনি স্টেডিয়াম করে দেবো। এরপর বিজয়ী ও পরাজিত দলকে তাদের নৈপূর্ন খেলা পরিবেশন করায় অভিনন্দন জানান এবং তাদের সাফল্য কামনা করেন। রেফারীর দায়িত্ব পালন করেন ফেরদৌস আহম্মেদ, সহকারী রেফারীর দায়িত্ব পালন করেন, ইকরামুল হাসান নিপুন এবং মোসাফিজুর রহমান।

রামাযুষের সভাপতি জহির রায়হানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি সাবেক পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা খাঁজা আবুল হাসনাত ও দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, সাবেক চেয়ারম্যান নতিপোতা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, দামুড়হুদা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম তনু, জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মঈনউদ্দিন, জীবননগর থানা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খোকন, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাজী খন্দকার শওকত আলী, দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, দর্শনা পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার শামীম উদ্দিন দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক এনামুল হক শাহ মুকুল, দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সংগঠনিক সম্পাদক নাহারুল ইসলাম, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সভাপতি শফি উদ্দিন, দর্শনা পৌরসভার সাবেক ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন,দর্শনা পৌর বিএনপির যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল হাসান, সাবেক থানা বিএনপির সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম। মদনা পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জসিম উদ্দিন। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, নাসির উদ্দিন খেদু, জালার উদ্দিন লিটন ও রেজাউল ইসলাম।

খেলায় হাজার হাজার দর্শক মাঠের চারপাশের গ্যালারীতে ছিলো পরিপূর্ণ উপচে পড়া ভীড় ও মাঠ ভর্তি দর্শক ছিলো চোখে পড়ার মত। সমগ্র ফুটবল খেলার ধারা ভাষ্য দেন হাসান গাজী, সবুজ হোসেন ও শামীম আহম্মেদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জাহান আলী ও মোরশেদ লিংকন। সার্বিক তত্তাবধায়নে ছিলেন রামাযুষের সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান।

টাকার সংকট মেটাতে ভ্যান

ছিনতাই করে চালককে হত্যা তিন আসামী

চুয়াডাঙ্গার ভালাইপুর গ্রামের ভ্যানচালক আলমগীর হোসেন আলম (৪১) হত্যা মামলার মূল রহস্য উন্মোচন ও হত্যার ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আর্থিক সংকটে থাকায় হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই করে বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে আসামিরা। হত্যার পর ছিনতাই হওয়া ভ্যানটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) বিকালে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- আলমডাঙ্গা শিবপুর গ্রামের সবেদ আলীর ছেলে জিনারুল হক, আলমডাঙ্গা আইন্দিপুর গ্রামের মৃত হাফিজুলের ছেলে ইমরান (২৪), আলমডাঙ্গা আইন্দিপুর গ্রামের মনির উদ্দিনের ছেলে মাসুম (২০)।

প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা ভালাইপুর গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে আলমগীর হোসেন পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন। গত ২ অক্টোবর রাতে মোটরচালিত পাখিভ্যান নিয়ে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। ফিরে না আসায় আলমগীরের মোবাইল ফোনে কল দিলেও মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে গত ৪ অক্টোবর সকালে আইন্দিপুর গ্রামের ছাতিয়ানতলা মাঠে ভাইমারা খালে কচুড়িপানার নিচে আলমগীরের মরদেহ দেখতে পায় আলমগীরের পরিবার।

এঘটনায় আলমগীরের মা জহুরা খাতুন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। এরপর, পুলিশের একাধিক টিম ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটনে মাঠে নামে। গত ২০ অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার বড়দল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইমরান ও মাসুম নামে দুইজনকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ। এরপর গতকাল ১১ ডিসেম্বর ঘটনার সাথে জড়িত মূলহোতা জিনারুল হককে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানা এলাকা হতে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করলে আসামীরা বিজ্ঞ আদালতে স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি প্রদান করে।

আসামীরা জানায়, আসামীরা তিনজন আর্থিক সংকটে থাকায় ভ্যান

ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ভালাইপুর থেকে ৩হাত নাইলনের রশি কিনে আলমগীরের ভ্যান ভাড়া নিয়ে বড়গাংণীর উদ্দেশ্য রওনা হয়। পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ভ্যান থামাতে মাসুম ইচ্ছাকৃতভাবে তার পায়ের স্যান্ডেল ফেলে দেয়। ভ্যান থামালে জিনারুল চালকের জামার কলার ধরে নিচে নামিয়ে ধস্তাধস্তি করে গর্তে ফেলে দেয়।

একপর্যায়ে নিস্তেজ হয়ে পড়লে তার গলায় রশি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা নিশ্চিত করে। এরপর মরদেহ রাস্তা পার করে খালের কচুড়িপানার নিচে লুকিয়ে রাখে। ছিনতাই করা পাখিভ্যানটি ৪৮ হাজার টাকায় বিক্রয় করে তিনজন প্রত্যেকে ১৬ হাজার টাকা করে সমান ভাগ করে নেয়।

আলমডাঙ্গায় ৩৭ পরিবারের সাংবাদিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার ৩৭ জন বেকার উন্নত জীবনের আশায় ইতালি যাওয়ার পথে দালালদের হাতে বন্দি মুক্তিপণ দিতে গিয়ে নিঃস্ব পরিবারগুলো পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জানান, আলমডাঙ্গায় ইতালি নেয়ার পথে লিবিয়ায় দালালদের হাতে বন্দি হয়ে আছেন আলমডাঙ্গার ৩৭ জন যুবক। তাদের ওপর চালানো হচ্ছে মধ্যযুগীয় নির্যাতন। ভিডিও কলের মাধ্যমে সেই অমানবিক নির্যাতনের চিত্র দেখিয়ে পরিবারের কাছে মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করছে চক্রটি। অভিযোগ উঠেছে, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের জীবন আহম্মেদ ৩৭ জন নিরীহ যুবককে ইতালি নিয়ে যাওয়ার কথা বলে না পাঠিয়ে প্রতারণা করছে। এ চক্রের সাথে রয়েছে জীবনের ভাই লিবিয়া প্রবাসী বেলগাছি গ্রামের সাগর। নির্মম এ নির্যাতনের ভিডিও দেখে স্বজনরা হয়ে পড়েছেন উদ্বিগ্ন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের জান্টু

খাতুন ও জুয়েল আলীর স্ত্রী পলি খাতুন হাউসপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে মাসুদ রানা, খেজুর তলা গ্রামের ওহিদুল ইসলামের স্ত্রী কল্পনা খাতুন থানা পুলিশের নিকট অভিযোগ দিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতারকদের গ্রেফতারসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন ভুক্তভোগী ৩৭ জনের পরিবারের সদস্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভুক্তভোগী জুয়েল রানার স্ত্রী পলি খাতুন।

এবিষয়ে জানতে চাইলে চুয়াডাঙ্গা সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান লালন বলেন, আমরা ভুক্তভোগী পরিবারের নিকট থেকে অভিযোগ পেয়েছি। আমরা দালালদের গ্রেফতারে অভিযান পরিচালনা করছি। একইসাথে এটা নিয়ে সিআইডির সাথে কথা হয়েছে। তারাও প্রকৃত ঘটনা উন্মোচনসহ অপরাধী সনাক্ত ও আটকে কাজ করবে।

দর্শনায় সাবেক ইউপি সদস্য আবু সালেসহ গ্রেফতার ৪

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দোস্ত গ্রামে দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার সাবেক ইউপি সদস্য আবুসালেসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে, আজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দোস্ত গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে নিজ নিজ বাড়ি থেকে ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা থানার দোস্ত গ্রামের বসতি পাড়ার বাবু ছেলে ইমন (২৮) সাবেক বেগমপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য অজিত কাজীর ছেলে আবু সালেহ (৫০) আবু সালের ছেলে তুষার (২৫) ও তুহিন (২৭) কে গ্রেফতার করেছে। আজ তাদের ৪ জনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

[redacted]

[redacted]